জেগে ওঠো আবার

ড. মিজানুর রহমান আজহারি

সত্যায়ন
প্রকাশন

জেগে ওঠো আবার

আবার ওঠানো হবে

অর্ধশত মানুষকে খুন করল। এ তো এক মস্তবড় খুনি! আরও যে খুন করবে না, তা কে জানে। পালিয়ে বেড়াচ্ছে সে। অবশেষে ধরা পড়ল জনতার হাতে। এ-খবর শুনে ছুটে এল নিহতদের পরিবার-পরিজন। রাগে-ক্ষোভে ফেটে পড়ছেন তারা। তাদের একটাই দাবি। ফাঁসি চাই ফাঁসি চাই। কিন্তু খুন তো করেছে ৫০টা। অথচ ফাঁসি দেওয়া যাবে কেবল একবার। তা ছাড়া কার খুনের বদলা হিসেবে ফাঁসি দেওয়া হবে সেটাও একটা প্রশ্ন। তা হলে সমাধান কী?

আবার ওঠানো হবে।

কিংবা ধরুন কেউ আপনার ওপর জুলুম করল। ভয়াবহ জুলুম। কিন্তু তাকে শাস্তির আওতায় আনা গেল না। হয়তো আপনার লোকবল নেই। আদালতে দৌড়াতে দৌড়াতে জুতো ক্ষয় করার সময় নেই। উকিল ধরার মতো টাকা-কড়ি নেই। নেতাদের 'ম্যানেজ' করার সামর্থ্য নেই। তার মানে বেঁচে যাবে অপরাধী? তার কোনো সাজা হবে না? অবশ্যই হবে। দুশ্চিন্তার কারণ নেই। সাজা তাকে পেতেই হবে। এইতো কিছু কাল পরেই।

আবার ওঠানো হবে।

হ্যাঁ, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা অগণিতবার আমাদের এ-কথাই মনে করিয়ে দিয়েছেন। কিয়ামাত আসবে। মানুষকে আবার ওঠানো হবে। প্রত্যেককে নিজ নিজ কাজ-কর্মের প্রতিদান দেওয়া হবে। পৃথকভাবে কুরআনের নানান জায়গায় আল্লাহ যেমন এ-বিষয়ে আলাপ করেছেন। আবার গোটা কয়েকটি সূরাও বরাদ্দ রেখেছেন

কিয়ামাত নিয়ে আলোচনা করার জন্য। তেমনই একটি সূরা হলো 'সূরা আন-নাবা'।

তার মানে, এই সূরার বিষয়বস্তু কিয়ামাত।

কেবল 'সূরা আন-নাবা' নয়। এর আশপাশের প্রায় সাতটি সূরার বিষয়বস্তু অনেকটা একই রকম। শুরুটা হয়েছে 'সূরা কিয়ামাহ' দিয়ে। তারপর একে একে সূরা মুরসালাত, সূরা নাবা, সূরা নাযিয়াত, সূরা তাকভীর, সূরা ইনফিতার ও সূরা ইনশিকাক। টানা এই সাতটি সূরায় আল্লাহ তাআলা বারবার পুনরুত্থানের দিন নিয়ে কথা বলেছেন। আমাদেরকে সতর্ক করেছেন—খবরদার! গাফলতি যেন তোমাদের পেয়ে না বসে। ভেবো না যা ইচ্ছে হয়, তা-ই করবে। যেভাবে মনে চায়, চলবে। আর পার পেয়ে যাবে। না, অবশ্যই একদিন আমার সামনে দাঁড়াতে হবে। তোমাকে জানিয়ে দিলাম সেই মহাসংবাদের কথা।

মহাসংবাদ কী

সূরার নাম 'আন-নাবা' (اَلنَّبَأُ) কেন হলো, তা কি আপনার জানা? 'নাবা' শব্দের অর্থ হলো সংবাদ। আরবিতে দুই ধরনের সংবাদ আছে। ছোটখাটো যেসব সংবাদ ওগুলোকে বলা হয় 'খবর'। আর বড় কোনো সংবাদকে বলা হয় 'নাবা'। শুরুতে আলিফ-লাম যোগ হলে সংবাদটা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। তখন বলা হবে মহাসংবাদ।

আগামীকাল ঘূর্ণিঝড় আসবে। ইতোমধ্যেই ৬ নম্বর সতর্কতা সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ের পর জলোচ্ছ্বাসও হতে পারে। ভাসিয়ে নিয়ে যাবে উপকূল, মাঠ-ঘাট ও ফসলি জমি। বাতাসের তোড়ে উড়ে যাবে টিনের চালা। একটু পরপর মাইকিং করে সতর্ক করা হচ্ছে। মানুষকে আশ্রয় নিতে বলা হচ্ছে নিরাপদ কোনো জায়গায়। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে আতঙ্ক। এমন একটি খবর আপনার কাছে কেমন গুরুত্বপূর্ণ? আপনি কি এতে সতর্ক হবেন? নাকি গা হেলিয়ে বিছানায় বসে থাকবেন? খাবেন আর ফুর্তি করবেন? নিশ্চয়ই এটা আপনার কাছে অনেক বড় কোনো সংবাদ। যদি তা-ই হয়, তবে কিয়ামাতের ঘটনা কত বড় সংবাদ হতে পারে? একজন মানুষের জন্য দুনিয়াতে এর চেয়ে পিলে চমকানো খবর একটিও নেই। এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ আর হতে পারে না।

ঘূর্ণিঝড়ে তো সামান্য টিনের চালা উড়ে যায়। তখন উড়তে থাকবে পাহাড়গুলো।

তুলোর কোনো বিছানায় লাঠি দিয়ে সজোরে বাড়ি দিলে ধুলোবালি যেভাবে উড়তে থাকে, পাহাড়গুলো ঠিক সেভাবে উড়বে। কিয়ামাতের কম্পন অনেক বেশি ভয়ংকর। এতটাই ভয়াবহ যে গর্ভধারিণীর গর্ভ থেকে বাচ্চা খসে পড়বে। "মানুষগুলো ছুটতে থাকবে এমনভাবে যেন তারা মাতাল হয়ে গেছে।"[১]

একটি হাদীস

সূরা নাবা সম্পর্কে একটা হাদীস আছে। হাদীসটা শোনা যাক। তাতে আঁচ করা সহজ হবে কিয়ামাতের বাস্তবতা আসলেই কতটা কঠিন; কিয়ামাত নিয়ে নবিজি নিজে কতটা পেরেশান থাকতেন। একদিন আবু বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে নবিজির আলাপচারিতা চলছিল। কথায় কথায় আবু বকর বললেন—

—হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কেমন যেন বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন। আপনার চুল-দাড়িতে শুভ্রতা লক্ষ করা যাচ্ছে। বার্ধক্য কি আপনার নাগাল পেয়ে গেল?

নবিজি উত্তর দিলেন—

—"কয়েকটি সূরা আছে, যেগুলো আমাকে বৃদ্ধ বানিয়ে দিয়েছে। কোন কোন সূরা? সূরা হুদ, ওয়াকিআ, মুরসালাত, আম্মা ইয়াতাসা-আলুন এবং ইযাশ-শামসু কুওবিরাত।"[২]

আগেই বলা হয়েছে এই সূরাগুলোর বিষয়বস্তু কিয়ামাত। আর কিয়ামাতের পেরেশানিতেই নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কিছু চুল-দাড়ি পেকে গিয়েছিল। তা হলে চিন্তা করুন—কিয়ামাত একজন মুমিনের জন্য কেমন চিন্তার বিষয়! কত বড় এক সংবাদ! এ কারণেই আল্লাহ তাআলা কিয়ামাতের বিভীষিকাময় বাস্তবতাকে মহাসংবাদ বলে আখ্যা দিয়েছেন এ সূরায়।

কিয়ামাতের আকীদা

ইসলাম দাঁড়িয়ে আছে তিনটি খুঁটির ওপর। তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত। অর্থাৎ আল্লাহর ওপর ঈমান। রাসূলের ওপর ঈমান। আর কিয়ামাত দিবসের ওপর ঈমান। এর বাইরে আরও কিছু খুঁটি আছে। তবে এই তিনটিই আসল। মক্কার কুরাইশরা

[১] সূরা হজ্জ, ২২ : ১-২।
[২] তিরমিযি ৩২৯৭।

আল্লাহকে বিশ্বাস করত সত্য—যদিও এক আল্লাহতে বিশ্বাস করত না। তবে বাকি দুটো খুঁটিকে তারা পুরোপুরি অস্বীকার করত! কিয়ামাত বলে কিছু আছে, এটা তারা মানতে চাইত না! আচ্ছা, আখিরাত যদি না-ই থাকে তবে ভালো কাজ মানুষ করবে কেন? ভালো কাজে দুনিয়াবি ফায়দা কম। কম খেয়ে, কম পরে খুশি থাকতে হয়। সাদামাটা জীবনযাপন করতে হয়। অন্যদিকে মন্দ কাজ করতে মজা লাগে। পকেট ভরে। হয়তো সুখে থাকা যায়। আরও কত আয়েশের আয়োজন! ফলে মন্দ কাজে তো মানুষ আসক্ত হয়ে পড়বে। বড্ড ভয়ের কথা! কুরআন তাই সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছে পরকালের ধারণাকে। কিয়ামাতের কথা আল্লাহ তাআলা বারবার বলেছেন। যাতে এর ওপর বিশ্বাসের শেকড়টা মানুষের ভাবনার মণিকোঠায় গেঁথে যায়।

আসলে কিয়ামাতে বিশ্বাস ছাড়া কুরআনের একটি আয়াতও পাঠ করা সম্ভব নয়। কেননা প্রতিটি আয়াতেই আল্লাহ কোনো-না-কোনোভাবে কিয়ামাতের ধারণা ঢুকিয়ে দিয়েছেন।

গঠনশৈলী

সূরা নাবা পবিত্র মক্কায় নাযিল হয়েছে। হিজরতের আগে যেসব সূরা অবতীর্ণ হয়েছে, সেগুলোকে বলা হয় মাক্কি সূরা। মাক্কি সূরার বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এ সূরাগুলোতে ছন্দময়তা বেশি থাকে। শুনতে মধুর লাগে। আয়াতগুলো হয় ছোট ছোট। আপনার হাতে কুরআন আছে এই মুহূর্তে? সূরা নাবাটা পড়ে দেখতে পারেন। খেয়াল করে দেখুন—প্রতিটি আয়াতে কী অপরূপ অন্তমিল! কুরআন কতটা ছন্দময়!

সূরা নাবাকে ছয়টি পর্বে ভাগ করা যায়। প্রতি পর্বে আল্লাহ তাআলা একেকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। যেমন :

প্রথম পর্ব : কিয়ামাত নিয়ে মুশরিকদের সংশয় ও আল্লাহর পক্ষ থেকে জবাব (আয়াত ১-৫)

দ্বিতীয় পর্ব : মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ (আয়াত ৬-১৬)

তৃতীয় পর্ব : কিয়ামাতের শুরুর দিকের চিত্র (আয়াত ১৭-২০)

চতুর্থ পর্ব : জাহান্নাম নিবাসী (আয়াত ২১-৩০)

পঞ্চম পর্ব : জান্নাত নিবাসী (আয়াত ৩১-৩৬)

ষষ্ঠ পর্ব : বিচারের মাঠের চিত্র (আয়াত ৩৭-৪০)

প্রথম পর্ব

ওরা অচিরেই জানবে

عَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ ۝١

"তারা কোন বিষয়ে একে অপরকে জিজ্ঞেস করে?

عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيْمِ ۝٢

(মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবনের) মহাসংবাদের ব্যাপারে,

اَلَّذِىْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ ۝٣

যে-বিষয়ে তারা একমত হতে পারছে না?

كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ۝٤

না, (তারা যা ভাবছে) তা নয়; তারা শীঘ্রই জানতে পারবে!

ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ۝٥

আবারও (বলছি)—না (তারা যা ভাবছে) তা নয়; তারা শীঘ্রই জানতে পারবে!"[৩]

নুবুওয়াতের শুরুর দিকের কথা। মক্কার লোকদের তাওহীদের দাওয়াত দিয়ে চলছেন নবিজি। মূর্তিপূজাসহ সকল বাতিল ধর্ম-কর্ম ছেড়ে দিতে বলছেন। আর ফিরে আসতে বলছেন এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে। মুশরিকরা গোঁ ধরল,

---

[৩] সূরা নাবা, ৭৮ : ১-৫।

: ছাড়ব না মূর্তিপূজা! কী হবে তাতে? এক আল্লাহর ওপর যদি ঈমান না আনি কী হবে শুনি?

—পরকালে তোমাদের শাস্তি ভোগ করতে হবে। তোমাদের কৃতকর্মের ফলাফল দেওয়া হবে। হয় জান্নাত, না হয় জাহান্নাম।

মুশরিকরা নবিজির কথা ঠাট্টার ছলে উড়িয়ে দিলো। শাস্তি পেতে হবে! 'মৃত্যুর পরে তো আমরা পচে-গলে মাটির সাথে মিশে যাব।'[৪] তখন আমাদের কী করে জীবিত করা হবে? তা ছাড়া সাগরে ডুবে মরে যারা মাছের পেটে চলে যায়, তাদের কী হবে? মৃত্যুর পর যাদের পুড়িয়ে ফেলা হয়, তাদেরই-বা কী হবে?

মুশরিকরা এভাবে ঠাট্টা করতে লাগল। يَتَسَاءَلُوْن মানে হলো একজন আরেকজনকে জিজ্ঞেস করা। তো তারা নিজেদের মাঝে বলাবলি করল—কিয়ামাত কি আসলেই হবে? হলে কখন হবে? নাকি মুহাম্মাদ এসব বানিয়ে বানিয়ে বলছে? কিন্তু মুহাম্মাদকে তো কখনো মিথ্যা বলতে শুনিনি। আমরাই তো তাকে সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত উপাধি দিয়েছি। আর সেই সত্যবাদী মানুষটিই কিনা দাবি করছে—একবার মরে গেলেই সব হিসেব চুকে যায় না। তোমার দেহটাই কেবল পচবে। আত্মা থেকে যাবে বহাল তবিয়তে। মারা যাওয়ার পরপরই তোমার রূহকে সংরক্ষণ করা হবে। হয় ইল্লিয়্যীনে, নতুবা সিজ্জীনে।

'উবাই ইবনু খালাফ। মক্কায় নবিজিকে সবচেয়ে বেশি কষ্ট দিয়েছে এই লোকটা। নবিজির প্রতি ভীষণ শত্রুতা দেখাত। তো একদিন এক টুকরা হাড় নিয়ে উবাই ইবনু খালাফ এল রাসূলের কাছে। রাসূলের সামনে এসে সে হাড়টা চাপ দিয়ে গুঁড়ো করে ফেলল। তারপর বলল—

: ও মুহাম্মাদ, এই হাড় থেকে নাকি আমাকে পুনরায় জীবিত করা হবে?'[৫]

এভাবে তারা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত। প্রিয় পাঠক, কিয়ামাতের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা লোকজন আজকের সমাজেও আপনি পাবেন। তারা দাবি করে—মৃত্যুই জীবনের শেষ পরিণতি। আমরা কাকতালীয়ভাবে দুনিয়ায় এসেছি। আবার একটা সময় প্রকৃতির নিয়ম মেনে দুনিয়া ছেড়ে চলে যাব। সুতরাং নগদ যা পাও, হাত পেতে নাও। ইচ্ছেমতো অন্যের ওপর জুলুম-নিপীড়ন করো। কেউ কিছু বলবে না। তারা বলে,

[৪] দেখুন : সূরা ওয়াকিআ, ৫৬ : ৪৭।
[৫] ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৬/৫২৯।

'আমাদের দুনিয়ার জীবনের বাইরে আর কোনো জীবন নেই; আমরা মরি আর বাঁচি এ-ই তো।'[৬] তৎকালীন মুশরিকদের ও হাল-আমলের নাস্তিকদের এসব দ্বিধা-সংশয় উড়িয়ে দেওয়ার জন্যই আল্লাহ তাআলা সূরা নাবার পয়লা অংশ অবতীর্ণ করেন।

কুরআন যেন বলল—তারা কোন বিষয় নিয়ে একজন আরেকজনকে জিজ্ঞেস করছে? কিয়ামাত নিয়ে? তারা যুগ যুগ ধরেই এমনটা করে আসছে। তাদের তো টালবাহানার শেষ নেই। কিন্তু তাতে কোনো লাভ হবে না। কিয়ামাত আসবেই। ওরা অচিরেই জানতে পারবে।

খেয়াল করুন, আল্লাহ কত জোরালোভাবে বলেছেন—

كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۝٤

"না, (তারা যা ভাবছে) তা কক্ষনো নয়; তারা শীঘ্রই জানতে পারবে!"[৭]

كَلَّا 'কক্ষনো নয়'। আরবি ব্যাকরণে একে বলা হয় حَرْفُ الرَّدْعِ (হরফে রদ')। তার মানে এর মাধ্যমে পূর্বের সমস্ত বক্তব্য ও যুক্তি-প্রমাণ নাকচ করা হয়। অর্থাৎ মুশরিকরা এতক্ষণ যা যা বলেছে, আল্লাহ এক কথায় সব উড়িয়ে দিলেন। কুরআনের বলার ভঙ্গিটা এমনই। কুরআন মিনমিনিয়ে কথা বলে না। যা বলে স্পষ্ট ভাষায় বলে। কুরআন হঠাৎ আপনাকে প্রশ্ন করবে। হঠাৎ আদেশ করবে। হঠাৎ প্রচণ্ড ধমক দেবে। আবার হঠাৎ আপনাকে আবেগতাড়িত করবে। আমরা কিন্তু সচরাচর এভাবে কথা বলি না। কারণ কী? কারণ আমাদের সেই কর্তৃত্ব নেই। এভাবে কথা বলার ক্ষমতা কেবল একজনেরই। তিনি হলেন আল্লাহ। এভাবে নানান উপায়ে আল্লাহ আমাদের সতর্ক করেছেন। যাতে বিচারের দিন আমরা কোনো অজুহাত দেখাতে না পারি।

আল্লাহ তাআলা কথাটা একবার বলেননি। দুবার বললেন। আরও জোর দিয়ে বললেন—

ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۝٥

"আবারও (বলছি)—না (তারা যা ভাবছে) তা নয়; তারা শীঘ্রই জানতে পারবে!"[৮]

---

[৬] দেখুন : সূরা জাসিয়া, ৪৫ : ২৪।
[৭] সূরা নাবা, ৭৮ : ৪।
[৮] সূরা নাবা, ৭৮ : ৫।

ওরা বলে—

‘মৃত্যুর পরে কোনো জীবন থাকতেও পারে, আবার না-ও পারে।’

‘কিয়ামাত থাকতেও পারে, আবার না-ও পারে।’

‘জান্নাত-জাহান্নাম থাকতেও পারে, আবার না-ও পারে।’

এভাবে সন্দেহের বীজ ঢোকানো হয় মুসলিমদের মনে। অনিশ্চয়তার দোলাচলে ফেলে দেওয়া হয়। আল্লাহ ওদের এসব বাকওয়াজে পানি ঢেলে দেন। আরও জোরালো শব্দ ব্যবহার করে কিয়ামাতকে সুনিশ্চিত বিষয় হিসেবে হাজির করেন। كَلَّا কক্ষনো নয়। ওরা যেমনটা ভাবে, মোটেও তা নয়।

—আচ্ছা, আল্লাহ এখানে একই বাক্য দুবার বললেন কেন?

তাফসীরকারগণ এর চমৎকার একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আল্লাহ বললেন, “অচিরেই তারা জানবে।” অর্থাৎ অচিরেই মুশরিকরা প্রমাণ পাবে—কিয়ামাত বলে যে আসলেই কিছু আছে। কখন প্রমাণ পাবে? দুবার। প্রথমবার প্রমাণ পাবে যখন কিয়ামাত সংঘটিত হবে এবং মানুষকে কবর থেকে ওঠানো হবে। দ্বিতীয়বার প্রমাণ পাবে যখন তাদেরকে জাহান্নামে ছুড়ে ফেলা হবে। এ-কারণেই আল্লাহ “অচিরেই তারা জানতে পারবে” কথাটা দুবার ব্যবহার করেছেন।

“অচিরেই তারা জানবে” কথাটির সবশেষ আরেকটি ব্যাখ্যাও আছে। নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “কোনো ব্যক্তি যখন মারা যায় তার কিয়ামাত তখনই শুরু হয়ে যায়।”[৯] ফলে কুরাইশ মুশরিকরা মারা যাওয়া মাত্রই টের পাবে কিয়ামাত আছে কি নেই।

[৯] বুখারি, ৬৫১১।

দ্বিতীয় পর্ব

আল্লাহর নিয়ামত শেষ করা যাবে না গুনে[১০]

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا ﴿٦﴾

“আমি কি দুনিয়াকে বসবাসের উপযুক্ত করিনি?

وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ﴿٧﴾

আর পাহাড়গুলোকে মজবুত পেরেক (বানিয়ে দিইনি)?

وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ﴿٨﴾

আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায়,

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا

তোমাদের ঘুমকে করেছি বিশ্রামের বাহন,

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ﴿٩﴾

রাতকে করেছি পোশাকের মতো (আবরণ),

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ﴿١٠﴾

রাতকে করেছি পোশাকের মতো (আবরণ)।

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴿١١﴾

দিনকে করেছি প্রাণচঞ্চল,

---

[১০] দেখুন : সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ৩৪।

وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ﴿١٢﴾

তোমাদের ওপর বানিয়েছি সাত মজবুত (আকাশ),

وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ﴿١٣﴾

বানিয়েছি উজ্জ্বল আলো-বিকিরণকারী প্রদীপ,

وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ﴿١٤﴾

আর ভারী মেঘমালা থেকে নামিয়ে এনেছি প্রচুর পানি,

لِّنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ﴿١٥﴾

যাতে এর মাধ্যমে উৎপন্ন করতে পারি—খাদ্যশস্য, তৃণলতা

وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ﴿١٦﴾

ও ঘন গাছপালা-ভরতি বাগান।”[১১]

পয়লা অংশে আল্লাহ তাআলা কিয়ামাত নিয়ে কুরাইশদের তৈরি করা যাবতীয় সংশয়-সন্দেহ দূর করলেন। ওদের তামাশার জবাব দিলেন। ধমকের সুরে বললেন অচিরেই জানতে পারবে সব। এই অংশে তিনি মানুষকে তাঁর অগণিত নিয়ামতের কথা মনে করিয়ে দেবেন। কিছু যুক্তি-প্রমাণ হাজির করবেন। এর মাধ্যমে দাওয়াহর চমৎকার একটা মূলনীতি কিন্তু আল্লাহ আমাদের শিখিয়ে দিলেন। কাফির-মুশরিকদের যাবতীয় ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও প্রশ্নকে আগে পুরোপুরি উড়িয়ে দিতে হবে। যুক্তি-প্রমাণ আসবে পরে। শয়তানের অনুসারীদের তৈরি করা সংশয়-সন্দেহকে কোনোরকম প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না।

এ আয়াতগুলোতে আল্লাহ তাঁর বড় বড় দশটি নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। মানুষকে বোঝালেন—আমি যদি প্রথমবার এগুলো সৃষ্টি করতে পারি, তা হলে পুনরায় কেন সৃষ্টি করতে পারব না? আমি যদি এগুলোকে সৃষ্টিই করতে পারি, তবে ধ্বংস কেন করতে পারব না? আল্লাহর জন্য কিয়ামাত ঘটানো মোটেও কঠিন কাজ নয়। কেননা দুনিয়াতে তোমরা চমৎকার চমৎকার যেসব জিনিস দেখে চোখ কপালে তোলো, সেসব তো তিনিই বানিয়েছেন। ‘আল্লাহ যখন আসমান-জমিন বানালেন

[১১] সূরা নাবা, ৭৮ : ৬-১৬।

তখন তাঁর সামনে কোনো নমুনা ছিল না।'[১২] 'কোনোকিছুর অনুকরণে সেটা তিনি বানাননি।'[১৩] সুতরাং সাধারণ বিচার-বুদ্ধি দিয়েই বলা যায় দ্বিতীয়বার সেসব সৃষ্টি করাটা তার জন্য মামুলি ব্যাপার। আরেকটি বিষয় হলো, এই দশটি আয়াতে তাওহীদে রুবুবিয়্যাতের কথা ফুটে উঠেছে। সহজ কথায় তাওহীদে রুবুবিয়্যাত হলো—একমাত্র ইলাহ হিসেবে আল্লাহ সবকিছু পরিচালনা করেন। যেমন : সৃষ্টি করা, জীবিকা দান করা, জীবন-মৃত্যু দেওয়া, বৃষ্টি বর্ষণ করা, তরুলতা ও গাছপালা উৎপন্ন করা ইত্যাদি।

জমিনকে বানিয়েছি বিছানার মতো

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا ﴿٦﴾

"আমি কি দুনিয়াকে বসবাসের উপযুক্ত করিনি?"[১৪]

مِهَادًا শব্দ দিয়ে এমন একটি জায়াগা বোঝানো হয় যাকে বসবাস, যাতায়াত, খনন কাজ ও কৃষির জন্য কেটেকুটে প্রস্তুত করা হয়েছে।[১৫] কখনো ভেবে দেখেছেন—জমিনটা যদি সমতল না হয়ে উঁচু-নিচু ঢেউ-খেলানো হতো তবে কেমন হতো? মেঘ-ছোঁয়া দালানকোঠা তো দূরের কথা, ছোট ঘর-বাড়িও কি বানানো যেত? নদীতে জাহাজ ভাসিয়ে চলাচল করা যেত? রাস্তাঘাট তৈরি করা যেত এত সহজে?

মায়ের কোলকে বলা হয় مَهْدٌ [১৬]। মা যেভাবে সন্তানকে বুকে আগলে রাখেন, জমিনও সেভাবে আমাদের আগলে রেখেছে। আমরা জানি সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৩০ কিলোমিটার বেগে ছুটছে।[১৭] প্রতি সেকেন্ডে! তার মানে, একটা সাধারণ-গাড়ি ঘণ্টায় যতটুকু রাস্তা পাড়ি দেয়, পৃথিবী ততটুকু দূরত্ব পাড়ি দেয় মাত্র ১ সেকেন্ডে! চিন্তা করেছেন! এমন একটা ছুটন্ত জিনিসের ওপর বসবাস করা কি সহজ বিষয়? একটা চলন্ত ট্রেনের ছাদে আপনি কি সহজেই দৌড়াদৌড়ি করতে পারবেন? ঘুমুতে পারবেন? পারবেন না। আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর ভেতর একটা শক্তি দিয়ে দিলেন। পৃথিবী আমাদেরকে চুম্বকের মতো টেনে ধরে রেখেছে। যার

[১২] দেখুন : সূরা বাকারা, ২ : ১১৭।
[১৩] ইবনু কাসীর, তাফসীর, ১/৩৯৮।
[১৪] সূরা নাবা, ৭৮ : ৬।
[১৫] আবুল আব্বাস কলকশান্দি, সুবহুল আ'শা, ১০/৪০।
[১৬] দেখুন : সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ৪৬।
[১৭] Gregersen, Erik. "What Is Earth's Velocity?". Encyclopedia Britannica, 4 Feb. 2023

কারণে এত দ্রুত বেগে ছোটার পরও এর ওপর বসবাস করতে আমাদের কোনো কষ্ট হয় না। ভেবে দেখুন এটা আল্লাহ তাআলার কত বড় নিয়ামত!

যখন মুষলধারে বৃষ্টি নামে

وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ﴿١٤﴾

"আর ভারী মেঘমালা থেকে নামিয়ে এনেছি প্রচুর পানি,

لِّنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ﴿١٥﴾

যাতে এর মাধ্যমে উৎপন্ন করতে পারি—খাদ্যশস্য, তৃণলতা

وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ﴿١٦﴾

ও ঘন গাছপালা-ভরতি বাগান।"[১৮]

مُعْصِرَةٌ এর বহুবচন হলো مُعْصِرَاتٌ (মু'সিরাত)। যার অর্থ মেঘমালা। সব রকমের মেঘকে কিন্তু مُعْصِرَةٌ বলে না। যে-মেঘে প্রচুর পানি জমা থাকে, তাকেই বলা হয় مُعْصِرَةٌ। স্পঞ্জ যেভাবে পানি শুষে রাখে, মেঘও তেমন। ওই মেঘ যখন বৃষ্টি হয়ে মাটিতে পড়ে, মুহূর্তেই শহর তলিয়ে যায়। এত বিপুল পরিমাণ পানি পেটে নিয়ে মেঘ কী করে এভাবে উড়ে বেড়ায়—ভেবেছেন কখনো?

গ্রীষ্মের কাঠফাটা রোদে দুনিয়া যখন তেতে ওঠে, পিপাসার্ত দাঁড়কাক যখন চুইয়ে পড়া পানির আশায় পাইপের নিচে ঠোঁট পাতে, তীব্র দাবদাহে ফসলি জমি পুড়ে লাল হয়, তখনকার দুনিয়া ঠিকই টের পায় বৃষ্টি আল্লাহর কত বড় অনুগ্রহ। খরায় খরায় জ্বলে গিয়ে ধূসর ছাই হয় সবকিছু। যেন তামাটে এক দুনিয়া। তারপর হঠাৎ একদিন টিনের চাল ফুটো করে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামে। সোনারঙা সারসগুলো আনন্দে নেচে ওঠে। কৃষকের মুখে হাসি ফোটে। পুড়ে লাল-হওয়া ফসলি মাঠে হঠাৎই বসে সবুজের মেলা। ফুলে-ফলে ভরে ওঠে চারিপাশ। কার অনুগ্রহে সবকিছু ফিরে পেল প্রাণ?

কখনো সুন্দরবন গিয়েছেন? সেখানে হাজার হাজার মাইল জায়গা জুড়ে ঘন গাছপালা। বিশাল উঁচু উঁচু সব গাছ। এ ছাড়াও পৃথিবীর ফুসফুস হিসেবে পরিচিত অ্যামাজন বন। এই বন যে কত গভীর, এর ভেতরে যে কতশত রহস্য লুকিয়ে আছে,

[১৮] সূরা নাবা, ৭৮ : ১৪-১৬।

আধুনিক প্রযুক্তিও তার কূলকিনারা করতে পারেনি। তো সুন্দরবন বা অ্যামাজনে এই লম্বা লম্বা ঘন গাছপালা কে রোপণ করে? কে তাতে পানি দেয়? কে পরিচর্যা করে? কেউ নয়। মহান আল্লাহর-দেওয়া-অফুরন্ত বৃষ্টির স্নিগ্ধ ছোঁয়া পেয়েই গাছগুলো তরতর করে বেড়ে ওঠে। এ কারণেই আল্লাহ বললেন—

وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ﴿١٦﴾

"(যাতে সেসব বৃষ্টি হতে) তৈরি করতে পারি ঘন গাছপালা-ভরতি বাগান।"

মূলশব্দ لَفِيْفٌ (লাফীফ)। কিছু লোক এক জায়গায় জড়ো হলে আমরা বলি ভিড় লেগেছে। আরবিতে ওই ভিড় বা মিছিলকেই বলা হয় লাফীফ। সুতোর বুনটকেও লাফীফ বলা হয়। তার মানে এমন বাগান যেখানে পাতাগুলো একটা আরেকটার সাথে মিশে আছে। এতটাই ঘন সুনিবিড় যে, পাতা ভেদ করে সূর্যের আলো মাটিতে পড়ে না।

ঝলসানো পানি ও পুঁজ

إِلَّا حَمِيْمًا وَّغَسَّاقًا ﴿٢٥﴾

"পাবে কেবল টগবগে ফুটন্ত পানি ও রক্ত মেশানো পুঁজ।"[১৯]

ফুটন্ত টগবগে পানিকে বলা হয় حَمِيْمٌ (হামীম)। এই পানি যে কতটা উত্তপ্ত তা মানুষের পক্ষে আন্দাজ করা কঠিন। "তারা পানি চাইলে তাদের দেওয়া হবে গলিত ধাতুর মতো পানি, যা তাদের চেহারা ঝলসে দেবে। কী নিকৃষ্ট পানীয়! আর কী নিকৃষ্ট ঠিকানা!"[২০] দাহহাক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'আসমান ও জমিন যেদিন সৃষ্টি করা হয়েছে সেদিন থেকেই জাহান্নামিদের জন্য পানি জ্বাল দেওয়া হচ্ছে। সেই পানি জাহান্নামিদের পান করতে দেওয়া হবে এবং তাদের মাথায় ঢালা হবে।'[২১]

غَسَّاقٌ অর্থ হলো পুঁজ। জাহান্নামিদের পোড়া চামড়া হতে এসব পুঁজ বের হবে। তারপর সেগুলোই তাদের খেতে দেওয়া হবে। এই পুঁজ কতটা বিষাক্ত ও দুর্গন্ধময় সেই চিত্রটা ফুটে উঠেছে আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর একটি

[১৯] সূরা নাবা, ৭৮ : ২৫।
[২০] সূরা কাহ্‌ফ, ১৮ : ২৯।
[২১] জাহান্নামের ভয়াবহতা, ইমাম ইবনু রজব হাম্বলি (মাকতাবাতুল বায়ান)।

বাণীতে। তিনি বলেন, 'গাসসাক হলো ঘন পুঁজ। এর এক ফোঁটাও যদি দুনিয়ার এক প্রান্তে ঢেলে দেওয়া হতো, তা হলে দুর্গন্ধে পৃথিবীর অন্য প্রান্তের মানুষের জীবন-ধারণ অসহনীয় হয়ে পড়ত।'[২২]

চলুন, আবার আপনাকে কল্পনার রাজ্যে নিয়ে যাই। ঠা ঠা রোদে বাসে বসে ঘামছেন আপনি। মনে আছে তো? তেষ্টায় আপনার বুক ফেটে যাচ্ছে। ঠিক ওই সময়ে কেউ একজন আপনার হাতে এক গ্লাস পানি তুলে দিলো। খুশিতে আপনার চোখ চকচক করে উঠল। কিন্তু হায়! যে-ই আপনি গ্লাসে চুমুক দিলেন অমনি আপনার চেহারা ঝলসে গেল। এ যে ভয়ংকর ফুটন্ত পানি! আপনার কান দিয়ে গরম ধোঁয়া বের হচ্ছে। মুহূর্তেই পেটের নাড়ি-ভুঁড়ি গলে বের হয়ে গেল। প্রিয় পাঠক, তখনকার অনুভূতিটা কল্পনা করতে পারছেন তো? অথচ এর চেয়ে অনেক ভয়াবহ হবে জাহান্নামের আযাব। মাথার ওপরে সামান্য রোদ নয়, বরং জাহান্নামিদের থাকতেই দেওয়া হবে আগুনের ভেতর। ওই তাপ আমরা কী করে সইব?

জমিন তার বোঝা বের করে দেবে

وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۝

"পৃথিবী তার বোঝাগুলো বের করে দেবে।"[২৩]

ثِقْلٌ এর বহুবচন হলো أَثْقَالٌ ; হরফ-ধরে অনুবাদ করলে মানেটা দাঁড়ায়—বোঝা। তবে এ আয়াতে শব্দটির তিনটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হতে পারে—كُنُوْزُ الْأَرْضِ وَمَوْتَاهَا وَالذُّنُوْبُ ; [২৪] এর মানে, ১. জমিনের ভেতরে যেসব খনিজ-সম্পদ আছে ওগুলো। ২. এর ভেতরে থাকা মৃত মানুষ। আর ৩. এর ওপরে যে যে পাপ কাজ করা হয় সেগুলো। এই সবগুলো জিনিস কিয়ামাতের কম্পনের ফলে জমিন বের করে দেবে। হাদীসের ভাষায় বললে—বমি করে দেবে। 'এটা হবে ইসরাফীল যখন শিঙায় দ্বিতীয় ফুঁ দেবেন তখন।'[২৫]

একটি হাদীসে এ আয়াতের ব্যাখ্যা দিয়েছেন নবিজি নিজেই। তিনি বলেন—(ওই কম্পনের ফলে) জমিন তার পেটে থাকা কলিজার টুকরো বের করে দেবে; বিরাট

[২২] জাহান্নামের ভয়াবহতা, ইমাম ইবনু রজব হাম্বলি (মাকতাবাতুল বায়ান)।
[২৩] সূরা যিলযাল, ৯৯ : ২।
[২৪] ফিরুযাবাদি, আল-কামূসুল মুহীত।
[২৫] কুরতুবি, তাফসীর, ২০/১৪৭।

বিরাট সোনার পাহাড়ের আকারে। ধন-সম্পদের লোভে কাউকে হত্যা করা লোকটি যখন তা দেখবে, বলবে, "হায়! এই (তুচ্ছ) জিনিসের লোভে পড়েই কি আমি অমুককে হত্যা করেছিলাম?" টাকা-পয়সা বা জমিজমার কারণে আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট করা লোকটি বলবে, "হায়! এর পেছনে পড়েই কি আমি স্বজনদের দূরে সরিয়ে দিয়েছিলাম? অন্যের সম্পদ চুরি করা লোকটি এসে বলবে, "হায়! এর জন্যই কি আমি আমার হাত খুইয়েছিলাম? তারপর সকলেই ওই স্বর্ণের স্তূপ ছেড়ে চলে যাবে। 'কেউ-ই ওখান থেকে কিচ্ছুটি নেবে না।'[২৬] দুনিয়ায় 'নগদ যা পাও, হাত পেতে নাও' বলা মানুষটিও সেদিন হাত গুটিয়ে রাখবে। বাহারি রঙের পালিশে-মোড়া সম্পদগুলো দুনিয়াতে কেবলই-যে পরীক্ষার বিষয় ছিল, তা সে বুঝতে পারবে।

প্রিয় পাঠক, ভোগবাদী সমাজ আপনাকে সবকিছু ভুলিয়ে রাখতে চায়। আপনার কাছে ধন-সম্পদকে অর্থবহ করে তোলে। সুখের মাপকাঠি তাদের কাছে আকাশ ছোঁয়া জিডিপি। সফলতার সংজ্ঞা কেবল একটাই। 'তোমার আয় কত'। নৈতিক শিক্ষাকে শিকেয় তুলে আপনার সন্তানকে তারা কেবল কর্মমুখী বা কারিগরি শিক্ষা কেন দিতে চায়, তা কি জানেন? টাকা রোজগারের যন্ত্রে পরিণত করবার জন্য। জীবনের দর্শন ভুলিয়ে দেবার জন্য। কারিগরি শিক্ষা, কর্মমুখী শিক্ষা—এই স্লোগানগুলো শুনতে ভালোই লাগে। কিন্তু এর পেছনে লুকিয়ে আছে চিকন পরিকল্পনা। এর মাধ্যমে তারা আপনার সন্তানের চিন্তা করার ক্ষমতা কেড়ে নিতে চায়। আপনার সন্তান বেড়ে উঠবে মাথামোটা হয়ে। বুঁদ হয়ে থাকবে দুনিয়ার নেশায়। তারপর একদিন ওই অবস্থাতেই কবরের ডাক পড়ে যায়। কুরআন বিষয়টিকে কত চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছে—

أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ۝١ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝٢

"বেশি বেশি পাওয়ার প্রতিযোগিতা তোমাদের ব্যস্ত করে রেখেছে, এমনকি (এ অবস্থাতেই) তোমরা কবরে এসে পড়ো।"[২৭]

তারপর? তারপর একদিন আপনাকে কবর থেকে ওঠানো হবে। তখন সবকিছু আপনার চোখে পূর্ণিমার আলোর মতো ফকফকা মনে হবে। আপনার সামনে হিমালয়ের সমান উঁচু উঁচু একেকটা সম্পদের পাহাড়। ওগুলোর দিকে কেউ ফিরেও তাকাচ্ছে না। কানাকড়ি মূল্যও যে ওর নেই! আপনি আফসোস করে বলবেন—এর পেছনেই কি আমি ওভাবে হন্যে হয়ে ছুটেছিলাম! আমার জীবন-যৌবন সব অমন

[২৬] মুসলিম, ১০১৩।
[২৭] সূরা তাকাসুর, ১০২ : ১-২।

খামোখা জিনিসের পেছনে ঢেলেছি? এটা যে নিজের সাথে স্রেফ প্রতারণা!

আপনি হয়তো আফসোস করলেন। কিন্তু এতেই সব মিটে গেল? না, চেয়ে দেখলেন পাশেই আরেকটা পাহাড় জেগে উঠেছে। ওটা ভীষণ কুৎসিত। ওর গা হতে কুঁই কুঁই করে আঁশটে গন্ধ বেরুচ্ছে। যেন কোনো মৃত্যুপুরী। খানিকটা সময় চেয়ে থেকে আপনি আঁতকে ওঠেন। এ কী! এই পাহাড়কে তো আমার ভীষণ চেনা চেনা লাগছে! এটা তো আমার নিজেরই কৃতকর্মের বোঝা। দুনিয়াতে সব তো চাপা পড়েছিল মাটিতে। আজ কেন জমিন সেসব ফাঁস করে দিলো? আপনি আপনার আমলনামা রেখে সেদিন পালাতে চাইবেন না তো? প্রশ্ন করুন তো নিজেকে।